



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 841 - 844

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ষোড়শ শতকের আধুনিক নারী জাহ্নবাদেরী

প্রমা পাল

সহকারী অধ্যাপক

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কোলকাতা

Email ID : pramapal1608@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abstract

নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবাদেরীর আধুনিকতা নিয়ে পণ্ডিত দের দ্বিমত নেই। নিজগুণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রথম আচার্য্য। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সমাজের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী। তাঁকে স্তবকরে শ্রীজীবগোস্বামী রচনা করেছিলেন জাহ্নবাষ্টক। ষোড়শ শতকে তাঁর ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধ।

Discussion

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাই দিবে অধিকার

হে বিধাতা?”

(সবলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সমাজে যে নারী নিজ গুণে আপন ভাগ্য জয় করে সমগ্র বাঙালি সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তিনি হলেন জাহ্নবাদেরী (জন্ম ১৪৩১ শকাব্দ/ ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৫০৭ শকাব্দ/ ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ)। নিত্যানন্দ যেমন ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম সফল প্রচারক তেমনি তার অপ্রকটকালে যান হবে জাহ্নবাদেরী হয়ে উঠেছিলেন স্বামীর ঐশ্বর্যের প্রচারক। জাহ্নবাদেরী নিত্যানন্দের পরিকর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরী দাস পন্ডিতের ভাতৃপুত্রী। তাঁর পিতা শ্রী সূর্যদাস পন্ডিত তৎকালীন গৌড়ের অধিপতির অধীনে কাজ করতেন। তাদের প্রাথমিক নিবাস নদীয়ার শালিগ্রামে হলেও পরবর্তীকালে গৌরী দাস পন্ডিতের সঙ্গে তারাও সপরিবারে অম্বিকা কালনায় চলে আসেন। অনেক নিত্যানন্দ জীবনীকারদের বর্ণনা অনুসারে বসুধা দেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ উপলক্ষে তাদের অম্বিকা কালনায় আগমন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ‘শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর’ প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর মতে নিত্যানন্দের বিবাহ শালিগ্রামে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ অম্বিকায় হয়েছিল। বিবাহ যেখানেই হোক বাল্যকাল থেকেই জাহ্নবা দেবীর নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি এবং নিষ্ঠা অটুট ছিল তার একাধিক প্রমাণ দিয়েছেন জীবনীকাররা -

সূর্যদাসের কন্যা হয়েন বসুর কনিষ্ঠা।

বালাযাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা।।’

শ্রীনিত্যানন্দের যখন বসুধা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় (১৫২০ খ্রিস্টাব্দ) তখন জাহ্নবার বয়স মাত্র এগারো বছর। বসুধার সঙ্গে বিবাহের পরই নিত্যানন্দের জাহ্নবাদেবীকে বিবাহ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জীবনীকাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জানিয়েছিলেন জাহ্নবা দেবীকে সূর্যোদাস সব্বখেল 'যৌতুক' এ দান করেছিলেন। শ্রী নিত্যানন্দ দাস বিরচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে যৌতুক সম্পর্কে উল্লেখ আছে -

বসুধারে গ্রহণকৈলা বিধি অনুসারে।
যৌতুকের নিলেন প্রভু কনিষ্ঠা জাহ্নবারে।।^২

তবে 'শ্রী শ্রী ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে জাহ্নবা দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহিতাপত্নী বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। বিবাহের পরপরই নিত্যানন্দ প্রভু দুই স্ত্রীকে নিয়ে অম্বিকা কালনা থেকে বড়গাছি, শ্রীধাম, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম হয়ে খড়দহে এসে শ্রীপাঠ স্থাপন করেন।

জাহ্নবাদেবীর কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি শুরু হয় নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পর পরই। তবে নিত্যানন্দ প্রভু জীবিত অবস্থায় তাঁর কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহের সিদ্ধান্তে জাহ্নবা দেবীর আধুনিক মননের পরিচয় পাওয়া যায়। বসুধার গর্ভজাত হলেও বীরচন্দ্র এবং গঙ্গাদেবীকে জাহ্নবা দেবী মাতৃস্নেহে লালন পালন করেছিলেন। গঙ্গাদেবীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল কাশ্যপ গোত্রীয় মিত্র গাঁই বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ মাধব আচার্যের সঙ্গে। মাধব আচার্য ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য। তিনি কুলীন হলেও নিত্যানন্দের মতো কুলমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন না। কৌলিন্য প্রথার নিয়মে স্বগোত্রে বিবাহ না দিয়ে সেই সময় নিত্যানন্দ সমাজে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে সমর্থন করেছিলেন জাহ্নবাদেবী।

জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দের অপ্রকটকালে সবচেয়ে বড় দুঃসাহসিক কাজটি করেছিলেন বীরচন্দ্রের দীক্ষাদানের সময়। তীব্র দূরদর্শিতার কারণে জাহ্নবাদেবী বুঝেছিলেন নিত্যানন্দের বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখতে দীক্ষাদানের ক্ষমতা নিত্যানন্দের বংশের মধ্যে বা নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর মধ্যে বজায় রাখতে হবে। নিত্যানন্দের মৃত্যুর সময় নিত্যানন্দ - পুত্র বীরচন্দ্র নাবালক ছিলেন। বীরচন্দ্রের দীক্ষা নিত্যানন্দের নির্দেশিত পথেই সম্পন্ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁকেই বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দান করতে হবে। তিনি যদি নিত্যানন্দের পুত্রকে দীক্ষাদান না করেন তাহলে অন্য যে কারোর থেকেই বীরচন্দ্র দীক্ষা নিলে তিনি আর নিত্যানন্দ-পন্থী থাকবেন না। তাহলে পরবর্তীকালে নিত্যানন্দের বিপুল ভক্ত সম্প্রদায়ের উত্তর প্রজন্ম তাঁদের পরিবার থেকে থেকে দীক্ষা লাভ করলে তা নিত্যানন্দ-পন্থী দীক্ষা হবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব তত্ত্ব এবং শাস্ত্রী অধ্যয়নে তাঁর দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্য সে সময়ে বৈষ্ণব সমাজের সুপরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রসহ অনেক শিষ্য সেই সময় জাহ্নবাদেবীর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন তবুও নিত্যানন্দ বসুধার পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র নিজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শান্তিপুরের সর্বজ্ঞতা অদ্বৈত আচার্যের কাছে দীক্ষা নেবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একজন বৈষ্ণবকে দূত হিসাবে অদ্বৈত আচার্যের কাছে পাঠান। কিন্তু অদ্বৈত প্রভু কোন মতেই নিত্যানন্দের বংশে স্বতন্ত্র ক্ষুণ্ণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি সেই বৈষ্ণব দূতকে নির্দেশ দেন -

“মোর কথা বুঝাইয়া কহ যাঞা বীরে।
জাহ্নবা মাতার স্থানে মন্ত্র লইবারে।।”^৩

জাহ্নবাদেবী বিধবা হলেও তিনি দীক্ষা দান করতে পারবেন বীরচন্দ্রকে। কারণ সিদ্ধ মন্ত্র হলেও একজন বিধবাও দীক্ষা মন্ত্র দান করতে সক্ষম -

“সিদ্ধ মন্ত্রং যদি তদা গৃহীয়াৎ বিধবা মুখে।।”^৪

অদ্বৈত প্রভু সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এমন বার্তা পাওয়ার পর জাহ্নবদেবীর আর বীরচন্দ্রকে দীক্ষাদানে কোন বাধাই থাকলো না। যদিও বীরচন্দ্র তখনও জাহ্নবা দেবীর কাছে দীক্ষা নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাই জাহ্নবাকে বীরচন্দ্রের কাছে নিজের ‘স্বড়ভূজ ঐশ্বর্য মূর্তি’ প্রকাশ করে প্রমাণ করতে হয়েছিল তিনি নিত্যানন্দের পূর্ণ শক্তি স্বরূপিনী। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়, জাহ্নবদেবীকে সপত্নীপুত্রের কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল। এবং তিনি সে প্রমাণ দেবার পরীক্ষায় নিজগুণে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলেই তিনি হয়ে ওঠেন বীরচন্দ্রের চোখে ‘প্রকৃত ঈশ্বরী’। বীরচন্দ্রকে জাহ্নবা দীক্ষাদান সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন -

“তবে শ্রীজাহ্নবা দুই মন্ত্র কৈলা দান।।”^৫

অর্থাৎ বীরচন্দ্রকে কৃষ্ণমন্ত্র ও গৌরমন্ত্র দুই মন্ত্রেই দীক্ষা দান করেন জাহ্নবদেবী। এভাবেই মাতা জাহ্নবাই হয়ে ওঠেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম আচার্য। তিনি কয়েক শত কৃষক প্রজাসহ বর্ধমানের ভূম্যধিকারী চন্দ্র মন্ডলকে দীক্ষা দান করেন এবং পদকর্তা জ্ঞানদাস, মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস, গোপীজন বল্লভ প্রমুখকেও দীক্ষা দান করেন। তিনি বৈষ্ণব মাতা হিসেবে ভক্তসমাজে বন্দিত হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনে আরো জোরদার করে তুলতে ‘গনসংযোগ’কে অন্যতম হাতিয়ার করে তুলেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাতা জাহ্নবা। সমগ্র গৌড়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর সপত্নী-পুত্র বীরভদ্রের পাশাপাশি পালিত পুত্র রামচন্দ্র বা শ্রীরামাইকে আদেশ দান করেন। শ্রীরামাই পন্ডিত গৌড়দেশ - উৎকলের যাত্রাপথে বহুপন্ডিত ও অধম জীবকে প্রেম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি জাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্গেও ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। শ্রী নিত্যানন্দের অগ্রকটের পর জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কার্যে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈষ্ণব মহিলা যিনি মহান্ত হয়ে দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে সারাদেশে চৈতন্য ভক্তি ও শক্তির প্রচার করেন।

ঐতিহাসিকদের মতে জাহ্নবদেবী মোট তিনবার ব্রজগমন করেছিলেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার তিনি বৃন্দাবন যান। সেই সময় তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, লোকনাথ প্রভু, গোপাল ভট্ট প্রভু, শ্রীভূগর্ভ প্রভুর সঙ্গে পরিচয় করেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং দর্শনচর্চা করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে তাঁর রচি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, বিদগ্ধ মাধব, দানকলি কৈমুদী, ললিত-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সেই সময় বঙ্গদেশ থেকে বৃন্দাবন যাত্রা খুব সহজ ছিল না। পথে ছিল দস্যু ডাকাত আক্রমণের ভয়। জাহ্নবা দেবীকেও তাঁর যাত্রাপথে একাধিকবার আক্রান্ত হতে হয়েছিলো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে দস্যু দল জাহ্নবার মহিমায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জাহ্নবার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের রীতি মেনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা কয়েকটি সম্মেলন করেন। সেই সম্মেলন গুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য খেতুরি মহোৎসব। এই মহোৎসবে জাহ্নবদেবী যোগদান করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁর শ্রীপাঠ খেতুরীতে ছয়টি মূর্তির বিগ্রহ স্থাপনের জন্য ১৫৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে/ ১৫০৪ শকাব্দের ৩০শে ফাল্গুন এই উৎসবের সূচনা করেন। জাহ্নবদেবী এই উৎসবে কায়স্থ নরোত্তম দাসকে ‘ব্রাহ্মণ’ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। জাতপাত তুচ্ছ, মানবধর্ম এবং ঈশ্বর ভক্তিই আসল এই বার্তা দিয়ে জাহ্নবদেবী এই বার্তা ছড়িয়ে দেন সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে। তাঁর এই দুঃসাহসিক কর্মের জন্য তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের কাছে ‘ঈশ্বরী’ হয়ে ওঠেন -

“শ্রীখেতুরী গ্রামেতে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।”^৬

(শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর)

এই উৎসবে ‘একজাতি, একধর্ম, এক সিংহাসন’ তত্ত্ব প্রচার করেন জাহ্নবদেবী। সর্বোপরি চৈতন্যদেবের উপর রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের আরোপ ও গৌরচন্দ্রিকার বিষয় পদ পর্যায়ে সূচনা হয় এই মহোৎসব থেকে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাহ্নবদেবীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

ষোড়শ শতকে জাহ্নবদেবী নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি কিন্তু তৎকালীন বহু বৈষ্ণবকবি ও সাহিত্যিককে বৈষ্ণবপদ, গ্রন্থ কিংবা তত্ত্ব-দর্শন সাহিত্য রচনায় তিনি উৎসাহদান করতেন। তিনি নিজেও বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনের গ্রন্থ পাঠ করতেন তাঁর একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। জাহ্নবদেবীর আদেশই তার শিষ্য-ভক্ত কবি নিত্যানন্দ দাস ‘প্রেমবিলাস’ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর পালিত পুত্র কানু ঠাকুর একাধিক শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়ক পদ রচনা করেন। এই পদগুলিতে নিত্যানন্দ ‘শ্রী জাহ্নবাবল্লভ’ নামে পরিচিত লাভ করেন। বৃন্দাবনে একাধিকবার যাতায়াত সূত্রে জাহ্নবদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে তৎকালীন তাত্ত্বিক তথা ষড়গোস্বামীদের আন্তরিক যোগাযোগ হয়েছিল। এই যোগাযোগ এতই গভীর ছিল শ্রীজীব গোস্বামী জাহ্নবা দেবী স্তুতি করার জন্য ‘শ্রীজাহ্নবাষ্টকম’ রচনা করেন। শ্রীমতি জাহ্নবার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সম্প্রদায়গত শিক্ষাগুরু ব্রজবাসী গোস্বামীগণ পর্যন্ত দেবীর শ্রী চরণতলে ভুলগঠিত হয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গীতগোবিন্দ প্রভু ‘জাহ্নবাতত্ত্ব মর্মার্থ’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে জাহ্নবদেবী ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক সেতুর মত চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী ব্যতীত ব্রজবাসী - গোস্বামীগণ অপ্রকট হবার পর বৈষ্ণব সমাজকে দক্ষ পরিচালনায় সঠিক দিশা দান করেছিলেন জাহ্নবা দেবী যতদিন পর্যন্ত না শ্রীনিবাস, শ্রী নরোত্তম, শ্রী শ্যামানন্দ কিংবা শ্রীবীরচন্দ্র প্রচার কার্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই জন্যই বোধহয় আজও বৈষ্ণব সমাজে তিনি সমানভাবে বন্দনীয়-

“নিত্যানন্দ প্রিয়াং প্রেমভক্তি রত্ন প্রদায়িনীমা।
 জাহ্নবেশ্বরীং বন্দে তাপ ত্রয়নি বারিণীম্।।”
 (শ্রী শ্রী ভক্তিরত্নাকর)

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. উমা, ভারতের বৈষ্ণব নারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৭
২. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৯
৩. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩৩
৪. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩৩
৫. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩৫
৬. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৫৩